তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ২১৭

**অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার**

 **--শিল্পমন্ত্রী**

গাজীপুর, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি):

আজ গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন হুন্দাই গাড়ি কারখানার উদ্বোধন করেছেন। ফেয়ার টেকনোলজিস লিমিটেডের সহায়তায় এ কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

ফেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন আল মাহবুবের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন এবি তাজুল ইসলাম (অব.) এমপি, বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জাং-কেউন, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং হুন্দাই মটর ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও উনসু কিম। এছাড়া হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআরটিএ’র চেয়ারম্যান, ফেয়ার টেকনোলজি এবং হুন্দাইয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশেই জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সাশ্রয়ীমূল্যে বিশ্বমানের গাড়ি উৎপাদন আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নয়ন এবং টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে এ নীতিমালা সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে অটোমোবাইল শিল্পের আঞ্চলিক কেন্দ্রে উন্নীত করা হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০৪১ সালে উন্নত আয় ও শিল্প সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সরকার দেশে শিল্প কারখানা স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ গাড়ি সংযোজনকারী দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গাড়ি উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে-এটাই সরকারের প্রত্যাশা। শিল্পমন্ত্রী এসময় সরকারের পাশাপাশি অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোক্তাদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ফেয়ার টেকনোলজি- হুন্দাই কারখানায় গাড়ির যন্ত্রাংশ সংযোজন ও তৈরি বাংলাদেশের অটোমোবাইল শিল্পের জন্য বড় মাইলফলক। তিনি বলেন, গাড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এই উদ্যোগ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

#

মাহমুদুল/রাহাত/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫

**পিঠা উৎসবের কৃষ্টিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, পিঠা উৎসব ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে একটি অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন উৎসব। এটি বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পিঠা উৎসবের কৃষ্টিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে পিঠা উৎসব আয়োজন করেছি। আগামীতে জেলা পর্যায়ে পিঠা উৎসব করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তীতে আমরা উপজেলা পর্যায়েও পিঠা উৎসবকে ছড়িয়ে দিতে চাই।

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ আয়োজনে দশ দিনব্যাপী (১৯ থেকে ২৮ জানুয়ারি, ২০২৩) ‘ষোড়শ জাতীয় পিঠা উৎসব ১৪২৯’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও ষোড়শ জাতীয় পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ ১৪২৯ এর আহ্বায়ক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার উপদেষ্টা নৃত্যগুরু আমানুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে আলোকপাত করেন জাতীয় পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার শাহ আলম।

প্রতিমন্ত্রী পরে জাতীয় পিঠা উৎসব ১৪২৯ এর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২০১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪

**মানসম্মত দুধ ও মাংস উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে টিএমআর**

 **--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

সাভার, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

 গবাদি প্রাণীর সুষম খাদ্য টোটাল মিক্সড রেশন বা টিএমআর মানসম্মত দুধ ও মাংস উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ সাভারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন স্থাপিত টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) কারখানার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ‘কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গবাদি প্রাণীর সুষম ও সুপাচ্য খাদ্য তৈরির জন্য জার্মান প্রযুক্তিতে এ অত্যাধুনিক টিএমআর কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর প্রাণিসম্পদ খাতে রাষ্ট্রীয় যত পরিকল্পনা, গবেষণা, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দরকার সব সুযোগ করে দিয়েছেন। আজ প্রাণিসম্পদের উৎপাদন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন শুধু নয় বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

 প্রধান অতিথি আরো যোগ করেন, প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন করা এখন আমাদের লক্ষ্য। শুধু মাংস ও দুধ উৎপাদন বাড়ালেই হবে না। মাংস ও দুধে যেসব উপকরণ থাকা আবশ্যক সে উপকরণ তৈরির জন্য গবাদি প্রাণীকে যথাযথভাবে প্রজনন ও লালন-পালন করতে হবে। গবাদি প্রাণীর জন্য সুষম খাদ্য তৈরি ও খাদ্যের অপচয় রোধ এবং বিদেশ থেকে প্রাণিখাদ্য আমদানির প্রবণতা বন্ধের জন্য এ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে দেশে টিএমআর-এর সূচনা করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে এ প্রথম দেশে টিএমআর কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

 প্রাথমিকভাবে সরকারি খামারে টিএমআর পৌঁছানো হবে এবং পর্যায়ক্রমে সেটা বেসরকারি খামারে দেওয়া হবে। বেসরকারি খাতে এ ধরনের টিএমআর কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সরকার সহায়তা ও কর মওকুফ করে দেবে জানান মন্ত্রী।

 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোঃ এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং সাভার পৌরসভার মেয়র মোঃ আবদুল গনি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্পের পরিচালক ডা. মোঃ জসিম উদ্দিন।

#

ইফতেখার/সিরাজ/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৩

**পোশাক খাতে মিড লেভেলে বিদেশি জনশক্তি আর প্রয়োজন হবে না**

 **--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে মিড লেভেলে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ম্যানেজার তৈরি হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে তারা বেশ ভালো কাজ করছে। দীর্ঘদিন বিদেশি জনবল দিয়ে আমরা এ কাজ করেছি। এখন দেশেই পর্যাপ্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে। এখন আর বিদেশি ম্যানেজারদের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে না। এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অভ্ ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) কাজ করছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর তুরাগে আরএমজি সেক্টরে দক্ষ ম্যানেজার তৈরির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অভ্ ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) আয়োজিত বিইউএফটি-ইপিবি পিজিডি প্রোগ্রাম ফর মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন এন্ড সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, দক্ষ জনশক্তিই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি। তৈরি পোশাক খাতে বিদেশি জনশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা কমানোই আমাদের উদ্দেশ্য। এজন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দক্ষ জনশক্তি তৈরির এ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের তৈরি জনশক্তি দেশের চাহিদা পূরণ করবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, একসময় আমাদের তৈরি পোশাক খাতের ম্যানেজমেন্ট লেভেলে শুধু বিদেশি জনশক্তিই কাজ করতো। এখন আমাদের দেশেই অনেক দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে। পেশাগত কাজে তারা বেশ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। সে কারণে বিদেশি কর্মীর সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব হলে আমাদের আর বিদেশি জনশক্তির প্রয়োজন হবে না। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

 বিইউএফটি এর বোর্ড অভ্ ট্রাস্ট্রি’র চেয়ারম্যান মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএ’র প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোঃ আব্দুর রহিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিইউএফটি’র ভিসি প্রফেসর ড. এস এম মাহফুজুর রহমান।

#

বকসী/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর:২১২

**দেশেই হুন্দাই গাড়ি তৈরি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পরিচয়**

 **---আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, বাংলাদেশে হুন্দাই গাড়ি তৈরির মাধ্যমে দেশ  অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছে ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে স্থাপিত মোটরযান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ‘ফেয়ার টেকনোলজি- হুন্দাই’ অটোমোবাইল ফ্যাক্টরিতে মেইড ইন বাংলাদেশ ব্র্যান্ডের ক্রিটাসহ বিভিন্ন  মডেলের গাড়ি উদ্বোধনের পূর্বে ফ্যাক্টরিতে গাড়ি তৈরি কার্যক্রম ও দেশে তৈরি বিভিন্ন মডেলের গাড়ি পরিদর্শন  শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন।  এ সময় গাড়ির যন্ত্রাংশ সংযোজন ও তৈরি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কারখানার কর্মীদের সঙ্গে কাজের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ফেয়ার টেকনোলজি-হুন্দাই’ কোম্পানির গাড়ি তৈরি ও যন্ত্রাংশ সংযোজনের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরতে পারবো। বাংলাদেশে হুন্দাই কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরা সম্ভব হবে। আগামী দিনে গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ ও নীতিগত সার্বিক সহযোগিতা করা হবে বলেও তিনি জানান।

  দেশের অটোমোবাইল শিল্পের জন্য এটা মাইলফলক উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গাড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এই উদ্যোগ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। তাই হুন্দাই এবং ফেয়ার গ্রুপ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম অংশীদার হয়ে থাকবে।

পরিদর্শনের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অব:), বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত লি জং-কিউন (Lee Jang-keun), হুন্দাই মোটর ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট আনসো কিম, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং ফেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান রুহুল আলম আল মাহবুব উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বখ্যাত মোটর ব্র্যান্ড হুন্দাই এর টাকসন, ক্রিটা, ওস্টেরিক্স, ভেরনা ও প্যালিসাডি’র সর্বশেষ মডেলের গাড়িগুলো এখন তৈরি হচ্ছে গাজীপুরের কালিয়াকৈর বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে। মোট ৭টি প্রোডাকশন লাইনে গাড়িগুলো তৈরি করছে বাংলাদেশের নবীন প্রকৌশলীরা। এরই মধ্যে বিক্রির জন্য প্রস্তুত ১০০ গাড়ি।

#

শহিদুল/সিরাজ/এনায়েত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৯৪২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১

**বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা সংরক্ষণ করা হচ্ছে**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, জীবিত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাঁথা সংরক্ষণ করছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এজন্য ‘বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা’ প্রকল্পের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

আজ রাজধানীর একটি হোটেলে ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) আব্দুর রউফ, বীর বিক্রম রচিত স্বাধীনতা ’৭১ - মুক্তিযুদ্ধে জনযোদ্ধা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্ম যত জানবে তত বেশি তারা দেশপ্রেম নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নতুন প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা তাদের জানাতে হবে। এজন্য গবেষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আরো বেশি করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ লেখতে আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রাম আর ত্যাগের ফসল হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করতে হলে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ সময় তিনি পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা শমসের মবিন চৌধুরী বীরবিক্রম,   সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হারুন-উর-রশীদ বীরপ্রতীক; লে. জেনারেল (অব.) বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম বীরপ্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) আব্দুর রউফ, বীর বিক্রম; বীর মুক্তিযোদ্ধা  মেজর (অব.) ওয়াকার হাসান বীরপ্রতীক প্রমুখ।

#

মারুফ/সিরাজ/এনায়েত/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭৪১ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর: ২১০

**আগামী ২২ জানুয়ারি সকাল ৮ থেকে বিকাল ৫টা**

 **পর্যন্ত উত্তরা উত্তর-আগারগাঁও মেট্রোরেল চলাচল করবে**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

আগামী ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি টঙ্গীর তুরাগ তীরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব ইজতেমার ২য় পর্বের আখেরী মোনাজাত উপলক্ষ্যে যাত্রী সাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে ২২ জানুয়ারি রবিবার সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন থেকে আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন পর্যন্ত এবং বিপরীতক্রমে বিরতিহীনভাবে মেট্রোরেল চলাচল করবে।

যাত্রী সাধারণের চলাচল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এ দিন বিকাল ৩ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত স্টেশন দু’টিতে এমআরটি পাস বিক্রয় বন্ধ থাকবে।

#

ওয়ালিদ/সিরাজ/এনায়েত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ২০৯

**দেশের ক্রীড়াঙ্গনে উন্নয়ন-অগ্রগতি-সমৃদ্ধি রচিত হয়েছে**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি):

 পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামেই শুধু নয়, খেলার মাঠেও ছিলেন অনবদ্য। কৈশোরে, তারুণ্যে খেলাধুলার সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সখ্য। খেলার প্রতি তাঁর আজন্ম ভালোবাসার সঞ্চার ঘটেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও। তাই বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় ছিল, তখনই এদেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সমৃদ্ধি রচিত হয়েছে। অর্জিত হয়েছে সাড়া জাগানিয়া সাফল্য। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও সময়-সুযোগ পেলেই ছুটে যান স্টেডিয়ামে, অনুপ্রাণিত করেন খেলোয়াড়দের।

আজ বরিশালে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত আউটার স্টেডিয়ামে জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির জেলা পর্যায়ের ৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা একটি জাতির মন ও মানস গঠনে এবং বিশ্বের বুকে পরিচয় এনে দিতে দারুণ ভূমিকা রাখে। যেমন ‘নারী সাফ চ্যাম্পিয়ন’ যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তাধারার ফসল। তিনি বলেন, তৃণমূলের মেধাবী ক্রীড়াবিদদের বের করে আনার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এমনকি সরকার বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করেছে এবং ফলস্বরূপ তারা অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কারও অর্জন করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম এবং প্রতিটি জেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণের পাশাপাশি একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫৬টি জেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। সরকার প্রতিটি বিভাগে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করবে, যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি খেলার ক্রীড়াবিদদের যথাযথ প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করা। কারণ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের বিশ্বমানের ক্রীড়ামঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সক্ষমতা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা প্রশাসক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার ওয়াহিদুল ইসলাম, বিএমপি উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) মোঃ আলী আশরাফ ভূঞা, বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা ও বরিশাল মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক মোঃ নিজামুল ইসলাম নিজাম, মহানগর আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ মাহমুদুল হক খান মামুন, জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

#

গিয়াস/রাহাত/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮

**বাল্য বিয়ের ফলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে না**

 **--- প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বাল্য বিয়ের ফলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ ও আর্থিকভাবে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে না। আর্থিক ক্ষমতায়নের অভাবে তারা সহিংসতার স্বীকার হয়। বাল্য বিয়ে একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বাল্য বিয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বাল্য বিয়ে এখনই বন্ধ করতে হবে। বাল্য বিয়ের সাথে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কিত। আঠারো বছরের পূর্বে সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে মা ও শিশুর মৃত্যুর হার অনেক বেশি। কারণ আঠারো বছরের পূর্বে মেয়েরা সন্তান ধারণের জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে পূর্ণতা অর্জন করে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফ ও লন্ডন স্কুল অভ্ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের যৌথ আয়োজনে ÒNational Plan of Action to End Child Marriage: Lessons and way for implementationÓ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 ইন্দিরা বলেন, বাল্য বিয়ে আইন সংশোধন, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং নারী ও কন্যাশিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের ফলে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে বাল্য বিয়ের হার দ্রুত কমেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ বাল্য বিয়ে মুক্ত হবে। তিনি বলেন, কন্যা শিশুর শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত হবে। নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ গড়ে উঠবে। কন্যা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের গড়ে তুলতে হবে। তাহলে কন্যা শিশুরা রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোলের সভাপতিত্বে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন, ইউনিসেফ রিপ্রেজেন্টেটিভ শেল্ডন ইয়েট, ইউএনএফপি রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রিস্টিন ব্লোকাউস ও লন্ডন স্কুল অভ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মেলিসা নৈইমেন কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭

**নামজারি নামঞ্জুরের পূর্বে গ্রাহককে সুযোগ দিতে এবং**

**নামঞ্জুরের কারণ সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে ভূমিমন্ত্রণালয়ের নির্দেশ**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

 ভূমি মন্ত্রণালয় তার আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অধিকতর দায়িত্বশীল নাগরিক সেবা প্রদানে নিয়মিত তাগাদা দিচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ভূমির নামজারি চূড়ান্তভাবে নামঞ্জুরের পূর্বে সুযোগ দেওয়া এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নামঞ্জুরের কারণ সুনির্দিষ্টভাবে জানানো সংশ্লিষ্ট ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় তাগিদ ভূমি মন্ত্রণালয়ের।

 ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক নিয়মিত পর্যালোচনায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উপরোক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অনুপস্থিত তথ্য/কাগজপত্র জমা দেয়ার জন্য আবেদনকারীকে ৭ কার্যদিবস বা যুক্তিসংগত সময় দেয়ার অনুরোধ করা হয়নি। এছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেসব কারণে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তা আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি বা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

 পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকা, প্রয়োজনীয় দলিল/কাগজপত্র না থাকা, ওয়ারিশান সনদ না থাকা, খতিয়ানের মূলকপি/ফটোকপি/সহি মোহর না দেওয়া, অস্পষ্ট স্ক্যান কপি দেওয়া, জমির দাখিলা/হাল দাখিলা প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়া, মূল দলিল উপস্থাপন না করা, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ না করা, ডিসিআর ফি পরিশোধ না করা, বণ্টননামা দলিল সংযুক্ত না করা - ইত্যাদি কারণে অনেকক্ষেত্রেই সরাসরি নামজারি নামঞ্জুর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পরিপত্র অনুযায়ী আবেদনকারীকে যুক্তিসংগত সময় দিয়ে তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য সুযোগ দিতে হতো। কিছু ক্ষেত্রে মালিকানার স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ, জমা ভাগের আবেদন নামঞ্জুর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, ইউএলএও এর প্রতিবেদনমতে আবেদনকারীর আবেদন সঠিক না হওয়া - ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে সরাসরি নামজারি নামঞ্জুর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ দেখাতে হতো।

 এমতাবস্থায়, উল্লিখিত পরিপত্রের নির্দেশনামাতে কোন দলিলের ঘাটতি থাকলে ৭ কার্যদিবস বা যুক্তিসংগত সময় দিয়ে আবেদনকারীকে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা না হয়ে থাকলে এবং নামঞ্জুরের সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখসহ যথাযথভাবে আদেশ প্রদান না করা হয়ে থাকলে সে ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য কালেক্টরেটে (জেলা প্রশাসন) গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। একইসাথে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদন নামঞ্জুর না করার মতো দায়িত্ব অবহেলা পরিলক্ষিত হলে তাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয় পত্রে।

 প্রসঙ্গত, ভূমিসেবা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে ২০২২ সালের ১৭ জুলাই ‘ই-নামজারি সিস্টেমে নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করার বিষয়ে নির্দেশনা’ শীর্ষক এক পরিপত্রের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় নামজারি নামঞ্জুরের করার পূর্বে বেশ কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল। যেমন, ডিজিটাল ভূমিসেবা সিস্টেমে বা ভূমি অফিসে সংরক্ষিত নেই এমন কোনো তথ্যের ঘাটতি থাকলেই আবেদন নামঞ্জুর না করে তথ্য দেওয়ার সুযোগ দেয়া। অর্থাৎ, নামজারি মামলায় ১ম আদেশে কোনো দলিলের ঘাটতি থাকলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে ৭ কার্যদিবস বা যুক্তিসংগত সময় দিয়ে আবেদনকারীকে দাখিলের জন্য অনুরোধ জানানো। উক্ত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলেই কেবল ২য় আদেশে নামঞ্জুর করা যাবে মর্মে নির্দেশ দিয়েছিল ভূমি মন্ত্রণালয়।

#

নাহিয়ান/সিরাজ/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৩২ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৮২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯০ হাজার ৩৯৬ জন।

#

কবীর/সিরাজ/এনায়েত/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৬৫৩ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৫

**শহিদ আসাদ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২০ জানুয়ারি শহিদ আসাদ দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ শহিদ আসাদ দিবস, দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দেশের ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবীর মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ওরফে আসাদ। আজকের এ দিনে আমি শহিদ আসাদকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে শহিদ আসাদ একটি অমর নাম। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদের আত্মত্যাগ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। স্বাধিকারের দাবীতে সোচ্চার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ জেল-জুলুম উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। পর্যায়ক্রমে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। পরবর্তীতে সেই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পতন হয় স্বৈরশাসক আইয়ুবের। এ গণঅভ্যূত্থানের পথ ধরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ আসাদের আত্মত্যাগ আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অনন্য মাইলফলক। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর এ অসামান্য অবদান দেশের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি শহিদ আসাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/রবি/কলি/আসমা/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪

বার্লিনে কৃষিমন্ত্রী-জার্মান ইকোনমিক কোঅপারেশন মন্ত্রীর বৈঠক

**সৌরবিদ্যুত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা করবে জার্মানি**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা করবে জার্মানি। গতকাল বার্লিনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এর সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় জার্মানির পার্লামেন্টারি স্টেট সেক্রেটারি ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ড. বার্বেল কোফলার (Bärbel Kofler) এ সহযোগিতার কথা জানান।

সভায় জার্মান মন্ত্রী ড. কোফলার বাংলাদেশে তাদের সহযোগিতায় চলমান প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু অভিযোজনে চলমান সহযোগিতা আরো বাড়ানোর আশ্বাস প্রদান করেন।

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশের কৃষিখাতে বিগত
১৪ বছরে অর্জিত অভাবনীয় সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিশ্বে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে তৃতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। আম, কাঁঠাল, পেঁপেসহ অনেক ফল বহু দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

জার্মানিসহ ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ফল ও সবজি রপ্তানিতে জার্মানির সহযোগিতা কামনা করেন কৃষিমন্ত্রী। বিশেষ করে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিকমানের অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপন, উত্তম কৃষি চর্চার (জিএপি) বাস্তবায়ন এবং কৃষিতে জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে জার্মানির সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: রুহুল আমিন তালুকদার, বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার মো. সাইফুল ইসলাম ও জাভেদ ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের (বিএমইএল) আয়োজনে ৪ দিনব্যাপী
(১৮-২১ জানুয়ারি) ‘১৫তম গ্লোবাল ফোরাম ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার (জিএফএফএ)’ এবং কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে অংশ নিতে কৃষিমন্ত্রী ড. রাজ্জাক বুধবার দুপুরে বার্লিনে পৌঁছান। কৃষি-খাদ্য বিষয়ক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এ সম্মেলনটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মেলনে বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশের কৃষিমন্ত্রী ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করছেন। ‘ফুড সিস্টেম ট্রান্সফর্মেশন: এ ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেসপন্স টু মাল্টিপল ক্রাইসেস’ শিরোনামে শুরু হওয়া এ সম্মেলনে আগামী চার দিনে অংশগ্রহণকারী দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি ও কৃষিমন্ত্রীরা আলোচনা করে একটি ‘যৌথ ইশতেহার’ (কমিউনিক) ঘোষণা করবেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/কলি/আসমা/২০২৩/১১৩৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৩

**আন্তর্জাতিক হিন্দু সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ জানুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক হিন্দু সম্মেলন-২০২৩’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক হিন্দু সম্মেলন-২০২৩’ আগামী ২০ জানুয়ারি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল সনাতম ধর্মাবলম্বীদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ এ আপ্তবাক্য ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ সরকার দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে বাংলাদেশকে বিশ্ব সভায় একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর।

বিএনপি-জামাত দেশে ধর্মের নামে বিভেদ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। ১৯৯১-১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার ধুয়া তুলে ২৮ দিন সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালায়। তখন ৩৫২টি মন্দির পুড়িয়ে দেয়া হয়। ঢাকার মন্দিরগুলোও ভেঙে দেয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার সমগ্র বাংলাদেশে মন্দির নির্মাণ করে দেয়। ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের জায়গা নিয়ে একটা সমস্যা ছিল, আমরা তার সমাধান করে দিয়েছি। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণে আমরা বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করেছি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি মালিকানা দেয়ার ক্ষেত্রে হেবা আইনের নিয়ম মাফিক নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে সম্পত্তি হস্তান্তর করার সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমরা হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন; শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করেছি। প্রতিটি উপজেলায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। সারাদেশে ৭ হাজার ৪০০টি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর ২ লক্ষ ২ হাজার জনকে প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক ও ধর্মীয় গ্রন্থ গীতা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭ হাজার ৭২২ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। আমরা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করেছি। এ ট্রাস্টের তহবিল ২১ কোটি টাকা হতে বাড়িয়ে ১০০ কোটি টাকা করে দিয়েছি। আমরাই প্রথম দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিই। ৪১ হাজার ২১৬ জন পুরোহিত/সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে ৫০ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান রয়েছে। সারাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ২ হাজার ৩৫১টি মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে আমরা ২৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। ১ হাজার ৬০০টি মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় তীর্থ ভ্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বৎসর শারদীয় দূর্গাপূজায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বিশেষ অর্থ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ, মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের অন্যতম একটি সামাজিক সংগঠন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এ সংগঠনটি জনহিতকর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবায় অসহায় অবহেলিত মানুষের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ সংগঠন সর্বদা মানুষের পাশে থাকবে এবং সংগঠনের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের আত্মনিবেদনে দেশের অসহায় অবহেলিত মানুষের কল্যাণে সামাজিকভাবে আরো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে- এ আমার প্রত্যাশা।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে। ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তুলি।

আমি বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক হিন্দু সম্মেলন-২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 **জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/ অনসূয়া/কলি/ইমা/২০২৩/১০৫৫ ঘণ্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০২

**শহিদ আসাদ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ মাঘ (১৯ জানুয়ারী) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ জানুয়ারি ‘শহিদ আসাদ দিবস’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

‘‘আজ ২০ জানুয়ারি শহিদ আসাদ দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৬৯ সালের এদিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় চলমান মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এভাবে আরো অনেক প্রাণ ঝরে যায় এবং আহত হন ।

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ, নির্যাতন এবং দমন-পীড়নে বাংলার মানুষ যখন দিশেহারা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয়-দফা তখন বাঙালির মুক্তির দিশারি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ছয়-দফা হয়ে ওঠে বাঙালির প্রাণের দাবি ।

ছয়-দফার পক্ষে প্রবল জনমতের জোয়ার দেখে আতঙ্কিত সামরিক জান্তা আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে, যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সমধিক পরিচিত। বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষিত ছয়-দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পরিণত হন নিপীড়িত ও নির্যাতিত বাঙালির মুক্তির মূর্ত প্রতীকে।

কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গর্জে উঠে সারাবাংলার মানুষ । ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ছাত্র-জনতার চলমান মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে আসাদুজ্জামান শহিদ হন এবং অনেকে আহত হন। শহিদ আসাদের এই আত্মত্যাগ চলমান আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। স্বাধিকারের দাবিতে সোচ্চার সব শ্রেণি-পেশার মানুষ জেল-জুলুম উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। পর্যায়ক্রমে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে। সেদিনের সেই আন্দোলন পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পাকিস্তানি স্বৈরসরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পতন হয় স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী শহিদ আসাদ এদেশের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর আত্মত্যাগ সবসময় আমাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে প্রেরণা যোগাবে। এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের অবদান আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং শহিদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না।

আমি শহিদ আসাদসহ বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি ।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/ অনসূয়া/কলি/ইমা/২০২৩/১০১৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ